দৈনিক বাংলা

তারিখ ১২।৬।৮১
পৃষ্ঠা… … …কলাম… … …

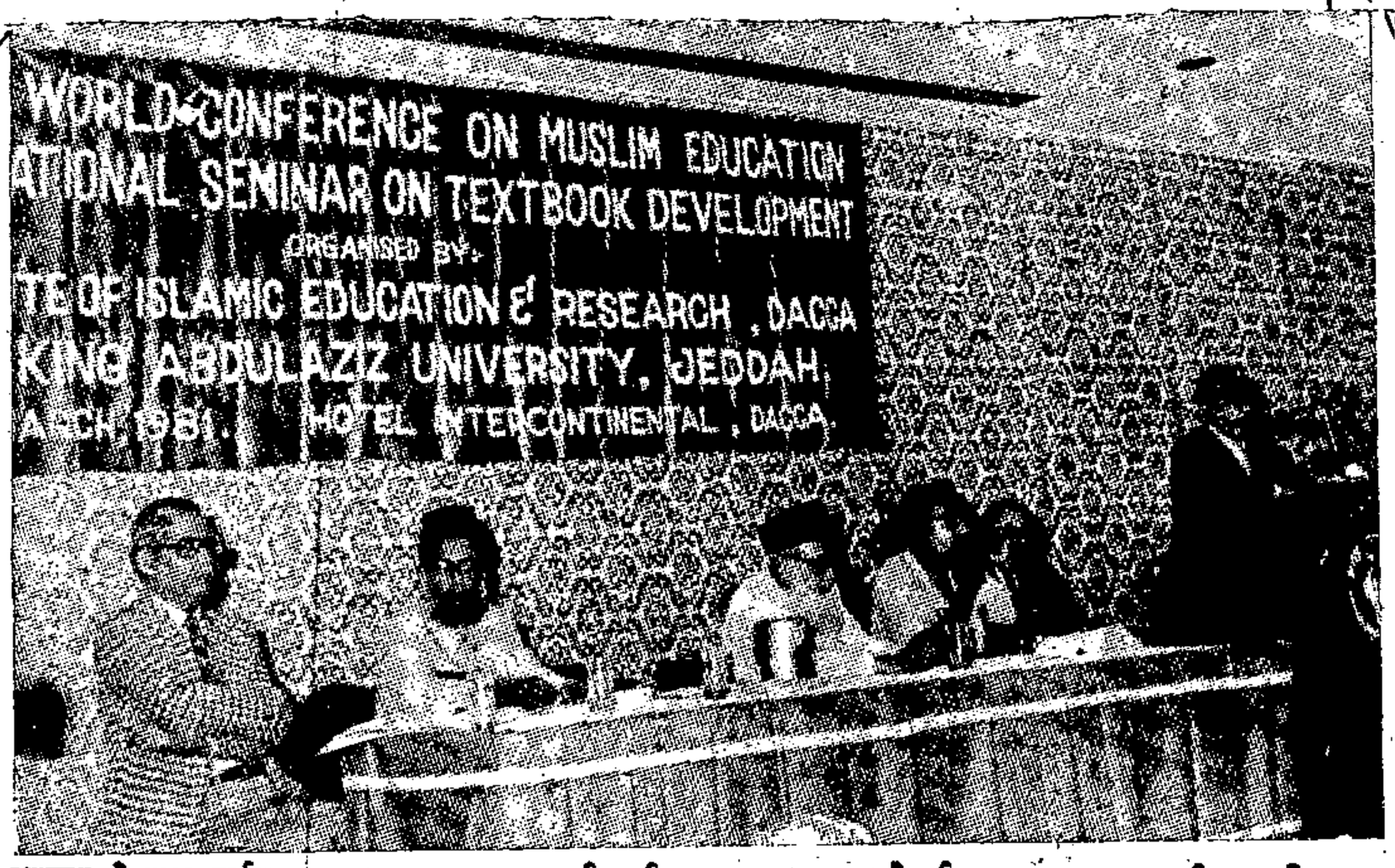

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বুধবার মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেন।

135

ঢাকায় বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন সমাপ্ত

সর্বস্তরে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা শিক্ষাদানের সুপারিশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা শিক্ষাদানের উদাত্ত আহবানের মধ্য দিয়ে গতকাল ঢাকায় সপ্তাহব্যাপী তৃতীয় বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

দেশ-বিদেশের ৬০ জন প্রখ্যাত মুসলিম পন্ডিত ও শিক্ষাবিদ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তারা মুসলিম দেশগুলোর জন্যে একটি সর্বসম্মত ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ক শিক্ষা কারিকুলাম সুপারিশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান গতকালের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সম্মেলনের চেয়ারম্যান প্রফেসর সিরাজুল হক, বিশ্ব ইসলামিক শিল্প কেন্দ্রের (জেদ্দা) মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ, সৌদী আরবস্থ দাহরান পেট্রোলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জগলুল নাগর এবং বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ সোলিম, বাংলাদেশ আণবিকশক্তি কমিশনের ডঃ শমসের আলী এই সম্মেলনের সুপারিশমালা পাঠ করেন। সম্মেলন কর্তৃক গঠিত পাঁচটি কমিটি এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সভাপতির ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন: বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে আজ বিদেশী অনুচরদের সাংস্কৃতিক অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চলছে, তিনি এই ধরনের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক একটি নয়া ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন: বাংলাদেশ সরকার উপনিবেশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামীকরণের জন্যে একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক শাসনতন্ত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংক্রান্ত সংশোধনীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাসই হচ্ছে বাংলাদেশে সকল কাজের ভিত্তি।

তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার নগ্নতা বর্তমানের যুব সমাজের চিন্তার প্রক্রিয়াকে দূষিত করেছে। এই অবস্থা থেকে রেহাই পেতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলাম হচ্ছে একটি গতিশীল আদর্শ। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সম্যকভাবে বুঝতে ও প্রচার করতে হবে। তিনি বলেন, গোটা বিশ্বের মুসলমানগণ একটি অভিন্ন বিশ্বাসে এক সূত্রে গাঁথা। সে হিসেবে বাংলাদেশও একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্বে আজ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের জাগরণ এসেছে।

তৃতীয় বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশমালার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন: বাংলাদেশ এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ব্যাপারটি অগ্রাধিকারের সঙ্গে বিবেচনা করবে।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ আরবী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন: পবিত্র কোরান অনুধাবন ও বোঝার জন্যেই নয়—বিশ্ব মুসলিমদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও তা শেখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, দেশে ইসলামিক শিক্ষার উপর গবেষণা এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্যে সরকার ইসলামিক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছেন। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও শাখার উপর এখানে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা আজকের মুসলিম যুব ও তরুণ সমাজের কাছে অজ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে তিনি চিকিৎসা এবং ভূগোল বিষয়ে ইসলামের অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতায় মুসলিম বিশ্বে বিদেশী প্রভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এতে মুসলিম বিশ্ব দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বিশ্বের মুসলমানগণ ইসলাম সম্পর্কে অমনোযোগী ছিল। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বর্তমানে মুসলমানগণ ইসলাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং ইসলামী ভাব ধারায় জীবন পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

ডঃ জগলুল নাগর তাঁর বক্তৃতায় বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে বলেন যে আমাদের জীবদ্দশায়ই ইসলামের মহাজাগরণ সূচিত হবে আবার।

সুপারিশ

সাধারণ নীতির অধীনে গৃহীত সুপারিশে যথোপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণা সংক্রান্ত ও বুদ্ধিগত পথ নির্দেশের জন্য সমাজের মৌলিক আদর্শগত ধ্যান-ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মুসলিম সমাজের এসব ধ্যান-ধারণা পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত। পবিত্র কোরান ও সুন্নাই এর উৎস এবং ইসলামী শিক্ষার ঐতিহ্য।

সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সম্মেলন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করে। যথা: (ক) স্কুল ও কলেজের প্রত্যেক ক্লাশের বয়স গ্রুপের উপযোগী নয়া পাঠ্যসূচী প্রবর্তন। (খ) প্রত্যেক ক্লাশের সিলেবাস প্রণয়ন, নয়া বিষয়বস্তু রচনা, পুরনো বিষয়বস্তু বাছাই প্রভৃতির জন্য পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন। মক্কার বিশ্ব ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র এ কমিটি গঠন করবেন। (গ) মুসলিম বিশ্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সেমিনার অনুষ্ঠান। (ঘ) গ্রাজুয়েশন পর্যায় পর্যন্ত পুরো পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না হওয়া অবধি এসব প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি।

সম্মেলনে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে আলোচনাকালে ইতিহাস ও ভূগোল বাদ দেয়া এবং অধর্মীয় ধারণার সঙ্গে সোস্যালস্টাডিজ প্রবর্তনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলন সকল মুসলিম দেশের প্রতি আধুনিক ও প্রচলিত উভয় ব্যবস্থায় ইতিহাস ও ভূগোল অন্তর্ভুক্ত ও পুনঃপ্রবর্তনের আহবান জানায়।

সাহিত্য শিক্ষাদান সম্পর্কে সম্মেলন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এমনভাবে অনুশীলন বাছাই ও তৈরির সুপারিশ করে যাতে মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতি এবং ইসলামের প্রধান প্রধান নৈতিক মূল্যবোধ শিশুদের অন্তর ও আত্মায় গভীরভাবে প্রবিষ্ট হয়।

(অসমাপ্ত)